

নুতন বছর হোক এগিয়ে চলার শপথ

## তাসরীনা শিখা

সময়ের প্রবাহে আমরা আর একটি বছর পেরিয়ে এলাম। ২০০৫ থেকে আমরা পা ফেললাম ২০০৬ এ। প্রতি বছরের মত এবারো আমরা বলছি দূর হলে যাক যত ব্যথা, দুঃখ, অনিয়ম, বিশৃঙ্খল। এভাবেই আমরা বরন করে নেই নুতনকে। যা ভুল আমরা করেছি তার পুনারাবৃত্তি যেন না হয়। যা মিথ্যা তা মুছে যাক পুরাতনের সাথে সাথে। সত্য ও ন্যায়কে আমরা আলিঙ্গন করবো নুতন বছরে। নুতন বছর সব সময় শুভ কামনা দিয়েই শুরু হয়। হোক সেটা বাংলায় শুভ নব বর্ষ কিংবা ইংরেজীতে হ্যাপী নিও ইয়ার। অর্থতো একই দাড়াইছে শুভ হোক খুশীর হোক নুতন বছর। মানুষ জীবনে খুশী হতে চায়, শুভ কিছু দেখতে চায়। কাজেই বছরের প্রথম দিনটি শুভ প্রত্যাশা করেই শুরু করি আমরা। সারা পৃথিবী জুড়েই মানুষ নববর্ষের উৎসব পালন করে। আমরাও উৎসব পালন করি। আমাদের সমাজে এখন আনন্দ নেই। তাই উৎসবের আনন্দ মুষ্টিমেয়র মাঝে। এক শ্রেণী নাট গান উদ্দাম উল্লাসে ব্যস্ত আর এক শ্রেণী ভুগছে নিদারন মানসিক ব্যস্ততা কিংবা আর্থিক কষ্ট। যার ফলে আমাদের বর্তমান সমাজে নববর্ষ পালিত হ'ছে একটি অসামঞ্জস্যমূলক অবস্থায়।

নুতন বছরে পদার্পন মানে সামনে এগিয়ে চলার অঙ্গিকার। পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, সমাজ এগিয়ে চলেছে। তার সাথে আমরা কতদূর এগিয়ে চলতে পারছি সে প্রশ্ন মনে জাগে। আমরা সামনে এগুতে পারি না পারি সময় এগিয়ে চলেছে তার নিয়মে। প্রকৃতি ঘুরে যা'ছে চাকার মত। এক ঋতুর পর আসছে আর এক ঋতু। গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা, আসে শরৎ, তার পর হেমন্ত, শীত, বসন্ত সেটা বাংলা ও ইংরেজী বছর, যেটাই হোক না কেন। শুধু ভাষার ব্যবধান, সময়ের ব্যবধান, ঋতুচক্র ঘুরছে একইভাবে। প্রকৃতির তার চাকা ঘুরাতে ঘুরাতে এসে পৌঁছে পথের শেষে। আবার শুরু করে পথ চলা। এভাবেই শেষ হয় একটি বছর, শুরু হয় নুতন বছর, 'নববর্ষ'। নুতন বছরে আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই একটি বছর আমরা বেঁচে থেকেছি সুখে দুঃখে। আবার নুতন বছর এলো এবছর আমাদের বাঁচিয়ে রেখে একটু বেশী সুখে, একটু কম দুঃখে। প্রকৃতিকে জানাই ধন্যবাদ আর একটি বছর আমরা ভোগ করতে পেরেছি বৃষ্টি, রোদ, জোৎস্না, জল, সৌন্দর্য সব কিছু।

তবে প্রকৃতির নববর্ষ আর সমাজ সংস্কৃতির নববর্ষ এক নয়। আমাদের নববর্ষ শুধু প্রাকৃতিক চক্রের আবর্তন নয়। আমাদের নববর্ষ হ'ছে আমরা কতটুকু এগোলাম। পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে ততদিনই প্রকৃতির নববর্ষ ফিরে ফিরে আসবে। প্রকৃতি এগোবার বা পিছোবার কোন ব্যাপার নেই। মানুষের জীবনে আছে প্রাপ্তি ও ব্যর্থতা, আছে উন্নতি অবনতি। গত পঁয়ত্রিশ বছরে বাংলাদেশের

দিকে তাকালে মনে হয় আমরা কতটুকু এগোতে পেরেছি। গত কয়েক বছরে নববর্ষে মনে হয় এত নববর্ষ নয় আমরা যেন হাটছি অতীতের দিকে। নুতন বছরে মনে কষ্ট লাগে, হাহাকার অনুভব করি, মনে হয় আরেক বছর চলে গেলো, আমরা কতটুকু এগোতে পারলাম। আর এখনতো মনে হয় এগোনোত দুরে থাক আমরা হয়ে উঠেছি মধ্যযুগীয়। অন্ধকার ও মধ্যযুগ ঘিরে ধরেছে আমাদের।

একটি দেশ মধ্যযুগে হামাগুড়ি দেবে না কি মাথা তুলে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে সে সিদ্ধান্ত-রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা থাকে তাদের। একটি দেশ ও সমাজের সভ্যতা সৃষ্টি করে প্রতিভাবানেরা, আর সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করে যারা ক্ষমতায় থাকে তারা। কাজেই তাদের উপরেই নির্ভর করে রাষ্ট্রের সভ্যতা কোনদিকে গড়াবে-সামনের দিকে নাকি পিছনের দিকে। রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় গিয়ে চালাচ্ছেন রাষ্ট্র। রাজনীতিবিদদের প্রতিভাবান হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন তাদের সততার। সে সততা কি আমাদের দেশের কোন ক্ষমতাসীন দলের আছে? উপরের পর্যায় থেকে শুরু করে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত-আমাদের দেশ অসততায় ভরে গেছে। দুর্নীতি গ্রাস করে নিয়েছে আমাদের সমাজ সংসার রাষ্ট্রকে। রাজনীতিবিদ কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হওয়ার জন্য কোন বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন রাজনৈতিক দক্ষতা ও সততার। প্রতিভাবানরা রাজনীতিতে নেমে গেলে পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও সাহিত্য কোন কিছুই সৃষ্টি হতো না। আর্থিক অসততা থেকে জন্ম নেয় অন্যান্য অসততা। এখন আমাদের দেশে কটি মানুষকে আমরা খুঁজে পাবো যারা নীতিবান ও সৎ। এভাবেই সৃষ্টি করে নিয়েছে রাষ্ট্র ও সরকার আমাদের দেশের মানুষগুলিকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদরাই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত নন। এটা কোন অপরাধ নয়। অপরাধ হচ্ছে অসৎ হওয়া, অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করা। ক্ষমতা এবং অর্থ এ দুটিই তাদের লক্ষ্য, এবং এদুটি অর্জন করার জন্য যে কোন নৈতিকতা বিসর্জন দিতে তারা প্রস্তুত। যার ফলে দেশের মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কোন প্রচেষ্টা তাদের নেই। তাদের শুধু প্রচেষ্টা অর্থ ও ক্ষমতা নামক সোনার হরিনকে ধরে রাখা।

ষাটের দশকে এবং সত্তর দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশের মানুষ যতটা প্রগতিশীল ও আধুনিকি ছিল এখন সেটা বহু বহু অংশে কমে গেছে। চারিদিকে চলছে শুধু ধর্ম প্রচার আর ধর্ম পালনের চেষ্টা। আশির ও নব্বইর দশকে রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থাকে ক্ষমতাসীন দল জড়িয়ে ফেলেছে ধর্মের সাথে। ধর্মকে তারা ব্যবহার করছে ভোট সংগ্রহ এবং ক্ষমতায় থাকার হাতিয়ার হিসেবে। অথচ সব ধর্মের মূল কথা সৎ পথে চলা সততা রক্ষা করা। সেটা কি আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা করতে পারছেন? ধর্মকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে তারা চরম অনৈতিক ও অবৈধ কাজ করে যাচ্ছে। ধর্ম মানুষের বিশ্বাস যে বিশ্বাস মানুষকে চালিত করে সঠিক পথে। সে বিশ্বাসে যুক্তি তর্ক বিশেষ কাজ করে না। ধর্ম হওয়া উচিত মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে ধর্মকে যদি শাসন

ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার অসুবিধে ব্যবহার করা হয় সে দেশ এগোবে কি করে? আজ দুই হাজার ছয় সালের প্রারম্ভে দাড়িয়ে মনে হচ্ছিল ষাটের দশকে যদি বাংলাদেশের মানুষ এতটা ধর্মান্বিত হতো তাহলে হয়ত বাংলাদেশের সৃষ্টিই হতো না। ক্ষমতা দখল ও রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে ধর্মকে মুক্ত করা আমাদের প্রজন্মের পক্ষে কিংবা কোন রাজনীতিবিদদের পক্ষে সম্ভব না এটা সম্ভব করতে পারবে এ প্রজন্মের তরুন তরুনীরা আর আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা। তাদের এগিয়ে যেতে হবে যুগের সাথে। সময়ের দাবীতে তাদের এগোতে হবে বিজ্ঞান, সাহিত্যে ও শিল্পে। নুতন বছর পালন শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, একটি প্রথা নয়, প্রতিটি নুতন বছর হয়ে উঠুক আমাদের নুতন প্রজন্মের কাছে এগিয়ে চলার একটি শক্তিশালী অঙ্গিকার। তাহলেই হয়তো আমরা মুক্তি পাবো মধ্যযুগীয় অবস্থান থেকে।

তাসরীনা শিখাঃ টরন্টো প্রবাসী লেখক